AKASHVANI (Kolkata)
Regional News Unit

Date : 06-07-24 **Desk in Charge :**

Time : 7-35 A.M. **Compiling :**

Morning /Day /Evening **National/ Regional/ General**

Opening Announcement – আকাশবাণী / খবর পড়ছি –

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) চলতি খরিফ মরশুমে কেন্দ্রীয় সরকারের কোটা অনুযায়ী চালের সরবরাহ এমাসের মধ্যেই শেষ করতে, খাদ্য দপ্তর চালকলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে।

২/ দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর উন্নয়নে গঠিত জনজাতি পর্ষদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে GTA রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে।

৩/ মাসখানেকের টানাপোড়েনের পর উপনির্বাচনে জয়ী দুই বিধায়ক গতকাল শপথ নিয়েছেন।# এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

৪/ প্রাথমিকে নিয়োগের মামলায় OMR শিটের তথ্য উদ্ধার করতে, যেকোনো বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্য নেওয়ার জন্য CBI-কে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৫/ আগামীকাল রথযাত্রা। এরাজ্যেও সাড়ম্বরে তার প্রস্তুতি চলেছে।

৬/ জোড়া ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।

****

চলতি খরিফ মরশুমে কেন্দ্রীয় সরকারের কোটা অনুযায়ী চালের সরবরাহ এমাসের মধ্যেই শেষ করতে খাদ্য দফতর রাজ্যের চালকলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। আগে ওই সময়সীমা ছিল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে তা এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। চালকলগুলি অবশ্য রাজ্য সরকারকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তই চাল সরবরাহ করতে পারবেন। ধান সংগ্রহ নিয়ে খাদ্য দফতরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তৈরি চাল যাতে রাইস মিলগুলি যথাসময়ে দেয় তার জন্য তাদের উপর চাপ রাখতে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির পরিমাণ আগামী খরিফ মরশুমে আরও বাড়ানো হয়েছে। ৫০০ কুইন্টাল ধান নিয়ে চাল তৈরিতে রাইস মিলকে ৫০ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা রাখতে হবে। পরবর্তী প্রতি ১০ টনের জন্য গ্যারান্টি দিতে হবে আরও ২ লক্ষ টাকা। এবছর ৫০০ কুইন্টালের জন্য ৩০ লক্ষ টাকার গ্যারান্টি জমা রাখতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

****

দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের উন্নয়নে গত কয়েকবছরে যে জনজাতি পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল সেগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে GTA-র তরফে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্প্রতি নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে বলে ঘোষনার পরেই GTA- র তরফে সেখানকার বোর্ডগুলি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়।

উল্লেখ্য, পাহাড়ের উন্নয়নে রাজ্য সরকার ২০১৩ সালে প্রথম পাহাড়ে ‘মায়াল লায়ং উন্নয়ন পর্ষদ’ তৈরি করেছিল। এরপরে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সেখানকার লেপচা, গুরুং, সংখ্যালঘু মিলিয়ে ১৮টি বোর্ড তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের তরফে নানা সময়ে বোর্ডগুলিকে ১০০ কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়। বর্তমানে পাহাড়ে জেলা প্রশাসন ছাড়াও, GTA- র ও দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

****

মাস খানেকের টানাপড়েনের পর অবশেষে উপনির্বাচনে বরানগর আসনে জয়ী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবানগোলার বিজয়ী রেয়াত হোসেন সরকার গতকাল বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এর আগে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু স্পিকারের উপস্থিতিতে তিনি তা করতে অসম্মত হন। পরিষদীয় বিধির রুল-ফাইভ মেনে বিধানসভা চলাকালীন অধ্যক্ষই জয়ী প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস গতকাল বিধানসভায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অসাংবিধানিক বলে দাবি করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দুই তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ককে যেই পদ্ধতিতে শপথ পাঠ করানো হয়েছে, তাতে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, তিনি আইন মেনেই কাজ করেছেন। রাজ্যপাল জানানোর আগেই তিনি রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি অবহিত করেছেন। তাই রাজ্যপালের চিঠির কোনো গুরুত্ব নেই।

(বাইট- স্পিকার)

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই শপথ গ্রহণকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করেছেন। নদীয়ার রানাঘাটের হাবিবপুররে ছাতিমতলার মাঠে গতকাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অধ্যক্ষ সংবিধান-বহির্ভূত কাজ করেছেন। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। রাজ্যপাল এই নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে যে চিঠি দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি যে পদক্ষেপ নেওয়ার, নেবেন।

(বাইট- শুভেন্দু)

****

গত রাজ্য বাজেটে ‘ সমুদ্রসাথী’ প্রকল্পে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য এপ্রিল ও মে, দু’মাসে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এই প্রকল্পে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরীতে বিস্তর অনিয়মের অভিযোগে সরব হয়েছে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি। তাঁদের অভিযোগ, এই প্রকল্পের জন্য ‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরে গিয়ে মৎস্যজীবী কার্ড তৈরী করতে বলা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েতের দেওয়া মৎস্যজীবী শংসাপত্র নিয়ে এই কার্ড তৈরী করা হয়। ফলে বিস্তর বেনিয়ম ধরা পড়ে। স্বজনপোষণ ও রাজনীতির জন্যে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা বঞ্চিত হয়েছেন।

এদিকে এরই মধ্যে গত ১৫ জুনের পর থেকে বন্ধ রয়েছে ‘সমুদ্রসাথী’ পোর্টাল। ফলে আবেদন প্রক্রিয়াও বন্ধ। সবমিলিয়ে প্রকল্পটি অথৈ জলে। এই টাকা এপ্রিল, মে মাসে দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত একজনও সামুদ্রিক মৎস্যজীবী এই ভাতা পাননি। কবে তা মিলবে এনিয়ে সরকারি আধিকারিকরা অন্ধকারে, হতাশ দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষাধিক সামুদ্রিক মৎস্যজীবী।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত সামুদ্রিক মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই দু’মাস বিকল্প কোন কাজ না থাকায় সঙ্কটে থাকেন প্রান্তিক সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা। তাঁদের কথা ভেবেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনার ২ লক্ষের বেশী মৎস্যজীবীকে এই প্রকল্পে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

****

বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রজনীশ কুমার যাদবকে পঞ্চায়েত অফিসে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর আয়োজনের প্রেক্ষিতে জেলাশাসক তাঁকে শোকজ করেছেন। বুধবারের ওই অনুষ্ঠানে বর্ধমান ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান কাকলি তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তাকে প্রণাম করেন বিডিও।

এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায়।

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক কে রাধিকা আয়ার গোটা বিষয়টি জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন বিডিও রজনীশ কুমার যাদবকে। এই নিয়ে বিডিও অবশ্য কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

****

রাজ্য পুলিশের সামনেই বোলপুরে রেলের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার রামবালক মাহাতোকে বেধড়ক মারধোরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত ওই ইঞ্জিনিয়ারকে বোলপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, বোলপুরের রেল ময়দানের মাঠে এবারে রথের মেলা বসতে দেওয়া হবে না বলে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়ে গতকাল তিনি কথা বলতে গেলে, স্থানীয় একটি দুর্গামন্দির কমিটির লোকজন ও কিছু হকার তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধোর করে। পুলিশ সেখানে উপস্থিত থাকলেও, কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে তাঁর দাবী।
পুলিশ ও মন্দির কমিটির তরফে অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

****

প্রাথমিকে নিয়োগে OMR শিট ও সার্ভার দুর্নীতির নিষ্পত্তি করতে CBI-কে অবিলম্বে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা গতকাল এই নির্দেশ দিয়ে বলেন, ডিজিটাল তথ্য উদ্ধার করতে দেশ-বিদেশের যেকোনও বিশেষজ্ঞ ও সংস্থার সাহায্য নিতে পারবে সিবিআই। আগের শুনানিতে OMR শিটের অরিজিনাল সার্ভার বা হার্ড ডিস্কের তথ্য জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি। কিন্তু গতকাল CBI-এর জমা দেওয়া রিপোর্টে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আর তারপরেই নির্দেশ দেন, ডিজিটাল তথ্য উদ্ধার করতে সরকারি বা বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সাহায্য নিতে পারবে সিবিআই। এর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে খরচ দিতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষায় আসল OMR শিট নষ্ট করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে আগেই জানিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাদের বক্তব্য ছিল, আসল প্রতিলিপি নষ্ট করা হলেও তার ডিজিটাল তথ্য রয়েছে।

****

২০০৬ সালে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের A Catagory স্কেলের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে' ইউনাইটেড প্রাইমারী টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন', রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সন্দীপ ঘোষের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গতকাল বিকাশ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রীর সচিবের সঙ্গে দেখা করে দাবি দাওয়া পেশ করেন।

দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের কথা বলা হয়। অন্যথায় ওই শিক্ষক শিক্ষিকারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে সন্দীপবাবু জানিয়েছেন।

****

আগামীকাল (৭ জুলাই) রথযাত্রা। এরাজ্যেও এর জোরদার প্রস্তুতি চলেছে। হুগলীর মাহেশ, পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, নদীয়ার মায়াপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় ইতোমধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রার রথ। কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার এবার ৫৩ বছর। প্রতি বছরের মত এবারেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রশি টেনে ঐ রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। কলকাতা ইসকনের সহ সংঘাধক্ষ রাধারমণ দাস গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন-

(বাইট- রাধারমণ ইস্কন)

****

রাজ্য সরকার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘায় যে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছে সেখানে আগামী বছর থেকে রথযাত্রা পালন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে গতকাল এই কথা জানান। সেখানে এখনো কিছু কারিগরি কাজ বাকি রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

****

রথযাত্রা এবং উল্টো রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে বিশেষ লোকাল ট্রেন চালাবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এখবর জানিয়েছেন।

(বাইট- রথযাত্রা রেল)

****

উত্তর পূর্ব রাজস্থান থেকে বাংলাদশ পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা ও পশ্চিম রাজস্থান থেকে মণিপুর পর্যন্ত এবং দক্ষিণ পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিম আসাম পর্যন্ত দুটি ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তর পূর্ব ভারত ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারি বৃষ্টি হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আগামী মঙ্গলবার ৯'ই জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।

আজ কোচবিহার, কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টির কমলা সতর্কতা এবং উত্তর দিনাজপুরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকছে আগামীকাল দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে এবং সোম ও মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর বাদে বাকি পাঁচটি জেলায়।

****